দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১

ইংরেজিমাধ্যম শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এ বৈষম্য কেন?

সাবরিনা তাবাস্‌সুম প্রিয়াঙ্কা

অবশেষে শিক্ষার উপর আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহার করে নিয়েছে সরকার। তিনদিনের অবরোধ তুলে নিয়ে আনন্দ চিত্তে ঘরে বা স্বস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে গেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। আবার সচল হয়ে উঠেছে অচল হয়ে পড়া রাজধানী। ঘাড়ের ওপর থেকে ভ্যাটের খড়্গ সরে যাওয়ায় এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা যে স্বস্তিটুকু পাবেন তার মূল্য এককথায় অপরিসীম। কারণ আকাশচুম্বী টিউশন ফি ও অন্যান্য ফির চাপে পিষ্ট শত শত পরিবারের কাছে ভ্যাট নামক এ আপদটি যে গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

দলমত নির্বিশেষে প্রায় সবাই একবাক্যে বলেছেন যে শিক্ষার্থীদের একটি অংশের উপর ভ্যাট আরোপের এ সিদ্ধান্তটি ন্যায়সঙ্গত নয়। এটা বৈষম্যমূলক এবং সরকারের অনুসৃত শিক্ষাবান্ধব নীতিরও পরিপন্থি। শিক্ষা একটি অধিকার এবং সেই অধিকারের নিশ্চয়তাবিধানে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শুধু নয়, যথেষ্ট আন্তরিকও বটে। তার প্রমাণ ভূরি ভূরি। সবচেয়ে বড় প্রমাণটি হলো প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষার্থীই আজ বিনামূল্যে পাঠ্যবই পাচ্ছে। সুযোগ পাচ্ছে বিনা বেতনে পড়ালেখা করার। সরকারের এ সহায়তা থেকে মাদ্রাসা, ক্যাডেট কলেজ কেউ বাদ পড়ছে না। এমনকী সরকার এমপিওভুক্ত বিপুল সংখ্যক বেসরকারি স্কুল-কলেজের শতভাগ বেতনভাতারও জোগান দিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। কিন্তু বিস্ময়করভাবে ইংরেজিমাধ্যম শিক্ষার্থীরা সরকারের এক পয়সার সহায়তা তো পাচ্ছেই না, বরং গত কয়েক বছর যাবৎ তাদের কাছ থেকেও ৭ দশমিক ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, এক দেশে দুই নীতি কেন? কেন এই বৈষম্য? ইংরেজিমাধ্যম শিক্ষার্থীরা কি এ দেশের নাগরিক নয়?

শিক্ষাক্ষেত্রে এ বৈষম্যের সূত্রপাত করেছিলেন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের দূরদর্শী অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। তিনিই প্রথম ইংরেজিমাধ্যম শিক্ষার্থীদের উপর ২ দশমিক ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপ করেছিলেন। গণবিরোধী সাবেক এ অর্থমন্ত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহাজোট সরকারের বর্তমান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সেটাকে ৭ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত করেছেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে এখন বইখাতা-স্কুলড্রেস কিনতেও উক্ত হারে ভ্যাট দিতে হয়। ভ্যাট দিতে হয় লাইব্রেরি কিংবা ল্যাবরেটরি চার্জের ওপরও। সরকারের এ বিমাতাসুলভ আচরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকরাও দফায় দফায় টিউশন ফি বাড়িয়ে যাচ্ছেন নির্বিচারে। কিন্তু দেখার কেউ নেই।

আমাদের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।' অথচ স্কুল, মাদ্রাসা, ক্যাডেট কলেজ, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়—কোথাও কাউকে শিক্ষার জন্য ভ্যাট দিতে হয় না, শুধু ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়ের বেলায় এর ব্যতিক্রম হবে কেন? তবে কি রাস্তা অবরোধ করে পুরো শহর অচল করে দেওয়াটাই ন্যায়বিচার পাওয়ার একমাত্র পথ?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষার উন্নয়নে আপনার সুদৃঢ় অঙ্গীকার ও বিপুল অবদানের বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত। আপনিই পারেন এ বৈষম্যের অবসান ঘটাতে। দয়া করে ইংরেজিমাধ্যম শিক্ষার্থীদের উপর থেকেও ভ্যাট তুলে নিন। অবারিত করুন আমাদের এগিয়ে চলার পথ।

ঢাকা